শিষ্যত্বের বিকাশ

অপরিহার্য শিক্ষা

পারিবারিক জীবন

৪র্থ পাঠ : বাইবেলসম্মত শিশুপালন

যেমন বিবাহ, অর্থ, স্বাস্থ্য, সুযোগের ক্ষেত্রে – প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেকটি উৎকৃষ্ট দানের ক্ষেত্রে হয়, তেমনই উপহারস্বরূপ ঈশ্বরের দেওয়া ছেলেমেয়েদের উদ্দেশ্য স্বয়ং ছেলেমেয়েরা নয়, বরং ঈশ্বরের গৌরবের জন্য তা আমাদের ছেলেমেয়েদের উপরে প্রতিফলিত ও তাদের প্রতিপালনে আমাদের পরিশ্রমসাপেক্ষে পরিলক্ষিত হয়। শিশুপালনের ক্ষেত্রে যখন আমরা বাইবেলের নীতিগুলি অনুসরণ করি, প্রভুর আত্মা আমাদের ছেলেমেয়েদের মাধ্যমে ক্রমশ উজ্জ্বলতর হন।

বাইবেলে সুস্পষ্ট বলা হয়েছে, ছেলেমেয়েরা হল ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া আশীর্বাদস্বরূপ। ছেলেমেয়েরা কোনো প্রতিবন্ধক বা জটিল সমস্যা নয়, না-তো তাদের বিগ্রহরূপে যেন দেখা হয়। কীভাবে আমরা নিজেদের পরিবারকে প্রতিপালন করি, তা প্রভুর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক এবং শিশুপালন সম্পর্কে তাঁর ইচ্ছা সম্পর্কিত আমাদের বোধশক্তিকে সূচিত করে।

"সন্তানেরা সদাপ্রভুর দেওয়া উপহার; তারা সদাপ্রভুর কাছ থেকে পাওয়া পুরস্কারস্বরূপ।"

গীতসংহিতা ১২৭:৩

গীতসংহিতা আমাদের বলে যে ছেলেমেয়েরা হল প্রভুর কাছ থেকে পাওয়া এক উত্তরাধিকার, অর্থাৎ এক আশীর্বাদ বা এক পুরস্কারস্বরূপ। যেমন আমাদের টাকাপয়সার ক্ষেত্রে, তেমনই আমাদের লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে, এ-ধরনের এক উপহার সরাসরি প্রভুর কাছ থেকে আসছে, তা নিশ্চয়ই আমাদের মঙ্গলের ও প্রভুর গৌরবের জন্য দেওয়া হয়েছে। আপনাদের এই ছেলেমেয়ে দেওয়ার পিছনে ঈশ্বরের একটি উদ্দেশ্য আছে। তাই ঈশ্বর যে ছেলেমেয়ে আপনার হাতে দিয়েছেন, আপনার উচিত তাদের উৎকৃষ্ট পরিচারক হওয়া। মা-বাবা হিসেবে বাইবেল আমাদের কী শিক্ষা দেয়? আমাদের ছেলেমেয়েদের জন্য আমাদের কী সব লক্ষ্য রাখতে হবে?

আপনি যেখানে বসবাস করেন, সেখানে শিশুপালনের পরামর্শ ও সংস্থানের কারণে আপনি হয়তো বিপর্যস্ত বোধ করেন। অসংখ্য বই ও ওয়েবসাইট শিশুপালনের জন্য "প্রকৃত" উপায় বা সর্বাধিক "নিশ্চিতরূপে সফলতার" পথ শিক্ষা দিয়ে থাকে। অনেক সময় আপনি শুভানুধ্যায়ী বন্ধুদের, প্রতিবেশিদের ও পারিবারিক সদস্যদের পরামর্শ সর্বান্তঃকরণে নিয়ে থাকেন, যদিও তা ভীষণভাবে দ্বন্দ্বপূর্ণ হয়ে থাকে। কোন্ পরামর্শটি আপনি নেবেন? কীভাবে আপনি জানতে পারবেন যে শিশুপালনের ক্ষেত্রে আপনার কাছে প্রকৃতপক্ষে কী আশা করা হচ্ছে?

যে সাংস্কৃতিক পরিবেশে আপনি আপনার ছেলেমেয়েদের মানুষ করছেন, তা নির্বিশেষে একজন খ্রীষ্টিয়ানরূপে আপনার স্মরণে রাখা উচিত যে, আপনি প্রথমে ও সবার আগে স্বর্গরাজ্যের একজন নাগরিক। সেই কারণে শিশুপালনের জন্য প্রথাগত বা সাংস্কৃতিক যে প্রত্যাশা আপনার উপরে আছে, তা ছাড়িয়ে আপনাকে আপনার স্বর্গীয় মহারাজের প্রত্যাশার অনুসারী হতে হবে। এর অর্থ এই নয় যে, সব প্রথা বা সাংস্কৃতিক প্রত্যাশাই ভুল বা অভক্তিপূর্ণ, কিন্তু সেগুলি যখন বাইবেলের নীতিগুলির তুলনায় বেমানান হয়, তখন জগতের সব চাপের উপরে প্রভুর পরিচালনাকে প্রাধান্য দিতে আপনাকে সেই কষ্টকর সিদ্ধান্ত অবশ্যই নিতে হবে।

শিশুপালনের শৈলী বিবেচনা করার আগে, আপনাকে নিজের ও আপনার পরিবারের জন্য এক সুদৃঢ় পথপ্রদর্শনকারী নীতি ও ভিত্তিভূমি স্থাপন করতে হবে। ছেলেমেয়েদের জন্য আপনার লক্ষ্য কী? যেমন খ্রীষ্টিয় জীবনের প্রত্যেকটি এলাকায় হয়ে থাকে, শিশুপালনের চূড়ান্ত লক্ষ্য "নিখুঁত শিশু" বা "সফল শিশু" তৈরি করা নয়, বরং ছেলেমেয়েদের প্রাপ্তবয়স্করূপে মানুষ করে তোলা, যেন তারা এক পর্যবেক্ষণকারী জগতের কাছে ঈশ্বরের চরিত্রকে প্রতিফলিত করতে পারে। যখন তারা অল্পবয়েসি থাকে, তখনও তারা খ্রীষ্টসদৃশ চরিত্রকে দর্পণের মতো প্রতিফলিত করতে পারে। যখন আমরা পিতামাতারূপে আদর্শ স্থাপন করে নৈতিক জীবনের বাইবেলসম্মত ভিত্তি স্থাপন করব, তখন প্রাপ্তবয়স্করূপে তারাও তা অবশ্যই করবে।

শিশুপালনের চূড়ান্ত লক্ষ্য "নিখুঁত শিশু" বা "সফল শিশু" তৈরি করা নয়, বরং ছেলেমেয়েদের প্রাপ্তবয়স্করূপে মানুষ করে তোলা, যেন তারা এক পর্যবেক্ষণকারী জগতের কাছে ঈশ্বরের চরিত্রকে প্রতিফলিত করতে পারে।

সেই কারণে, আপনার শাসন করার পদ্ধতিতে, আপনার শিক্ষাদানে, আপনার পারিবারিক উপাসনায়, আপনার কথাবার্তা ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে, মনে রাখতে হবে যে, লক্ষ্য হল ঈশ্বর-অনুগত জীবন। একথা সত্যি, জগৎ যে-রকম অনুমোদন করে, তা থেকে এ-ধরনের শিশুপালন সহজতর নয়। আজকাল এত ধরনের পরামর্শ উপলব্ধ হওয়া যায় যে, মনে হয়, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই জীবন আরও সহজ হয়ে উঠবে। হয়তো আপনি সেই সব কলাকৌশলের কথা শুনেছেন, যার ফলে ছেলেমেয়েরা আপনার কথা শুনবে, কিংবা কীভাবে আপনি এক কৃতী শিশুকে গড়ে তুলবেন। হয়তো ছেলেমেয়েদের "ভালো মানুষ" হয়ে ওঠার জন্য আপনাকে কিছু নীতি শেখানো হয়েছে। কিন্তু কোনো ধরনের বাহ্যিক চাপ এবং আচরণগত উন্নতির শিক্ষা জীবন পরিবর্তনকারী হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। তা কেবলমাত্র পবিত্র আত্মা আপনার সন্তানদের জীবনে করতে পারেন। আর ঈশ্বরের সহায়তা ছাড়া কোনো ছেলে বা মেয়েই ঈশ্বর কিংবা তাদের মা-বাবাকে সম্পূর্ণভাবে সন্তুষ্ট করতে পারে না।

ছেলেমেয়েরা সব কিছু নিজেরাই করবে, এ-রকম মনে করলে, ঈশ্বরের উপরে ও তাঁর নিখুঁত ভালোবাসা ও অনুগ্রহের উপরে তাদের নির্ভর করতে শিক্ষা দেওয়ার সুযোগ আমরা হারাব। সেই রীতি অনুযায়ী শিশুপালন করা একটু সময়সাপেক্ষ, তা আপনার জীবনে আরও প্রচেষ্টা, আরও আগ্রহ ও বিশ্বাসের প্রতি আরও নিষ্ঠার দাবি রাখে। কিন্তু তার মূল্য অসীম।

ভালোভাবে শিশুপালন করার সর্বোত্তম উপায় হল ভালোভাবে জীবনযাপন করা। মা-বাবা হিসেবে, ছেলেমেয়েদের জীবনে আপনারাই সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে আপনাদের কী প্রতিক্রিয়া, লোকদের প্রতি আপনাদের প্রত্যুত্তর এবং নিজেদের অপূর্ণতার প্রতি আপনাদের দুঃখপ্রকাশ, এ-সবই তারা সবসময় লক্ষ্য করতে থাকে। যখন আপনারা শক্তি, পথপ্রদর্শন ও আনন্দ লাভের জন্য দ্রুত ঈশ্বরের কাছে যাবেন, তখন তারাও সব প্রয়োজনে দ্রুত ঈশ্বরের কাছে যাবে। আপনার যদি আত্মিক জীবনাচরণ গতানুগতিক বা অসার হয়, তাহলে তারা আপনাদের শিক্ষায় কান দেবে না। তারা তাদের বিশ্বাসে সত্যনিষ্ঠ হবে না। খ্রীষ্টসদৃশ আদর্শ হল নিশ্চিতরূপে সর্বোত্তম শিশুপালনের উপায়, যা আপনারা আপন করতে পারেন।

ভালোভাবে শিশুপালন করার সর্বোত্তম উপায় হল ভালোভাবে জীবনযাপন করা। মা-বাবা হিসেবে, ছেলেমেয়েদের জীবনে আপনারাই সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে আপনাদের কী প্রতিক্রিয়া, লোকদের প্রতি আপনাদের প্রত্যুত্তর এবং নিজেদের অপূর্ণতার প্রতি আপনাদের দুঃখপ্রকাশ, এ-সবই তারা সবসময় লক্ষ্য করতে থাকে।

সেই সঙ্গে আপনারা দিন-প্রতিদিন, ব্যবহারিক ও পারিবারিক জীবনাচরণের প্রতিটি মুহূর্ত বিবেচনা করে দেখবেন। বাধ্যতার ব্যাখ্যা আপনারা কীভাবে করেন? আপনার বাড়িতে কী ধরনের কথাবার্তা বা আলাপচারিতার অনুমতি আপনারা দেন? অন্যদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন কী চোখে দেখা হয়? আর এ-সব আপনারা কীভাবে বাড়িতে প্রয়োগ করবেন? এই হল শিশুপালনের প্রকৃত জীবন ও কঠোর পরিশ্রম। কিন্তু, এই সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে হলে, আপনাকে একটি কাঠামোর মধ্যে থেকে শুরু করতে হবে। তা হল, নিজেদের ও নিজেদের ছেলেমেয়েদের জীবনে খ্রীষ্ট সদৃশ আচরণ গড়ে তোলা।

ছেলেমেয়েদের ভক্তির পাঠ হঠাৎ করে শিক্ষা দেওয়া যায় না। এর জন্য পিতামাতা উভয়েরই, বা যিনি শিশু প্রতিপালন করেন, তাঁর ইচ্ছাপ্রসূত ক্রিয়াকলাপ থাকা প্রয়োজন। এ হল সমস্ত দিন ধরে ঈশ্বরের বাক্য সম্পর্কে কথা বলা বা আপনি কীভাবে যীশুকে গ্রহণ করেছেন, সেই কাহিনী বলার মতোই সহজ। ঈশ্বর কী করেন, সে সম্পর্কে কথা বলা যখন আমাদের কথোপকথনের স্বাভাবিক অংশ হয়, ছেলেমেয়েরা বুঝতে পারে যে আমাদের সমস্ত ব্যাপারে, এমনকি তাদেরও ব্যক্তিগত জীবনে ঈশ্বর কার্যশীল আছেন। সর্বোপরি, মা-বাবা হিসেবে ঈশ্বর যে শক্তি ও ধৈর্য জোগান, তার উপরে আপনাদের নির্ভরশীল হতে হবে, আর যতবার পারা যায় ছেলেমেয়েদের জন্য ও তাদের সঙ্গে নিয়ে প্রার্থনা করতে হবে।

আপনি যদি মা বা বাবা না-ও হন, তবুও জীবনের এই বিস্ময়কর গুরুত্বপূর্ণ অংশে অবদান রাখার জন্য আপনারও একটি ভূমিকা থাকতে পারে। শিষ্যত্ব বা উপদেশ দানের মাধ্যমে আপনি এক অপেক্ষাকৃত কমবয়েসি ব্যক্তির জীবনে এক পিতৃ বা মাতৃসুলভ চরিত্র হতে পারেন। আপনি এমন কিছু ছেলেমেয়ের সাক্ষাৎ পাবেন, যাদের মা-বাবা ঈশ্বর-অনুগত নয়। তাদের জীবনে আপনার আদর্শই হবে খ্রীষ্টের কেবলমাত্র ছবি, যা তারা কখনও দেখেনি। আপনি যদি কোনো খ্রীষ্টিয়ান পরিবারকে বা একা কোনো মাকে জানেন, যিনি বা যারা বাড়ি ও পারিবারিক জীবন নিয়ে সংঘর্ষ করছেন, আপনি সেই পরিবার বা মায়ের কাছে এক অতিরিক্ত সহায়করূপে ও ছেলেমেয়েদের কাছে এক বন্ধুরূপে পাশে এসে দাঁড়াতে পারেন। আপনার নিজের হয়তো ঔরসজাত কোনো সন্তান নেই, কিন্তু এই উপায়ে ছেলেমেয়েদের "দত্তক" নিয়ে (বা আক্ষরিক অর্থেই কোনো শিশুকে দত্তক নিয়ে) আপনি আগামী প্রজন্মের জন্য ঈশ্বর-অনুগত নারী বা পুরুষ গড়ে তুলতে পারেন। সেই আহ্বান কত না মধুর এবং মণ্ডলীর কাছে কী অদ্ভুত বরদান যে, বিভিন্ন পরিবার ও ব্যক্তি নিজেদের জীবনে ও তাদের মধ্যবর্তী

অন্যান্য ছেলেমেয়েদের জীবনে ঈশ্বরের চরিত্র প্রতিফলিত করার জন্য আন্তরিকভাবে ইচ্ছুক!

পুনর্মূল্যায়ন

- যখন আমরা শিশুপালনের শৈলী বা পরামর্শের কথা বিবেচনা করি, আমরা অবশ্যই স্মরণে রাখব যে, আমাদের লক্ষ্য কোনো “সুসম্পূর্ণ” বা নিখুঁত ছেলেমেয়ে তৈরি করা নয়; কিন্তু তা হল তাদের মধ্যে যথাযথরূপে খ্রীষ্টের চরিত্র প্রতিফলিত করা।

- একটি গুরুতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, সাংস্কৃতিক প্রথার উপরে আমাদের বাইবেলসম্মত নীতিগুলি বেছে নিতে হবে, যখন সেগুলি পরস্পর বিপরীতধর্মী হয়।

- যাদের কখনও কোনো সন্তান হয়নি, কিংবা যাদের ছেলেমেয়েরা বড়ো হয়ে অন্যত্র চলে গেছে, তারাও ছেলেমেয়েদের জীবনে শিশুপালনের ভূমিকা পালন করতে পারেন। এ কাজ করা যাবে শিষ্যত্ব, উপদেশ দান এবং বিভিন্ন পরিবারের কাছে এক সাহায্য ও সমর্থনমূলক কাজ করার মাধ্যমে ।

আপনার মন্তব্য

- ছেলেমেয়েদের জন্য আপনার কী লক্ষ্য, তা একটু সময় নিয়ে মূল্যায়ন করুন। সেগুলি কি তাদের পেশা, শিক্ষা ও সফলতার সঙ্গে সম্পর্কিত? না আপনার লক্ষ্য হল যা শাস্ত্র আমাদের শিক্ষা দেয়, তার সঙ্গে বেশি সংগতিপূর্ণ। শেষ পর্যন্ত কোন্‌টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়? সেই লক্ষ্যগুলি লিখে ফেলুন। প্রার্থনা করুন ও আপনার ছেলেমেয়েদের জীবনে ঈশ্বরের লক্ষ্যগুলি আপনার হৃদয়ে দেওয়ার জন্য তাঁর কাছে মিনতি করুন।

- আপনি কি কখনও ভেবেদেখেছেন যে, আপনার ছেলেমেয়েরা প্রভুর কাছে থেকে পাওয়া "ঋণ" বিশেষ? তাদের পরিচারক হিসেবে নিজেকে দেখে কীভাবে আপনি তাদের পালন করার পদ্ধতি বদল করবেন? আপনি কি লক্ষ্য করছেন যে, আপনি আপনার পরিবারের জন্য যা চান, তা প্রভু আপনার পরিবারের জন্য কী চান, তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে?

- পরিবারে এই মুহূর্তে আপনার যদি কোনো ছেলেমেয়ে না-থাকে, প্রার্থনা করে প্রভুকে আপনার চোখ খুলে দিতে বলুন, যেন আপনি আপনার চারপাশের প্রয়োজনের কথা বুঝতে পারেন। মিনতি করুন, তিনি যেন একটি পরিবার পেতে আপনাকে সাহায্য করেন, যার সেবা করতে ও প্রেরণা দিতে আপনি সক্ষম হবেন।

বাইবেলের পদগুলি বাংলা পবিত্র বাইবেল (কেরী সংকলন) থেকে নেওয়া হয়েছে । কপিরাইট © দ্য বাইবেল সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া, ২০৬ মহাত্মা গান্ধী রোড, ব্যাঙ্গালোর – ৫৬০ ০০১ ।

এই সকল বিষয়বস্তু জগতের মানুষের কাছে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচারের উদ্দেশ্যে বিনামূল্যে যতদিন খুশি ব্যবহার করতে পারেন। সকল বিষয়বস্তুগুলির কপিরাইট ©2019Trans World Radio Canada -র অধিনস্থ। লাইসেন্সের বিষেয় অধিক জানার জন্য দেখুন www.discipleshipessentials.org/licensing